

36950 - তাশরকিরে দনিসমূহ

প্রশ্ন

কোন কোন দনিগুলো তাশরকিরে দনি? কোন সাধারণ দনিরে উপর তাশরকিরে দনিগুলোর বশিষে বশৈষ্টিয় ক ক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছে- ১১ ই যলিহজ্জ, ১২ ই যলিহজ্জ ও ১৩ ই যলিহজ্জ। এ দনিগুলোর ফযলিত সম্পরকে অনেকে আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত হয়ছে, যমেন:

১। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর নর্দিষ্ট কয়কেটি দনি আলাহকে স্মরণ কর...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] নর্দিষ্ট দনিগুলো হচ্ছে- তাশরকিরে দনিগুলো। ইবনে উমর (রাঃ) এ তাফসীর করছেন এবং অধিকাংশ আলমে এ তাফসীরটি গ্রহণ করছেন।

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “নশ্চয় এ দনিগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দনি।” তাশরকিরে দনিগুলোতে আল্লাহর যকিরি করার, আল্লাহকে স্মরণ করার কিছু ধরণ রয়েছে; যমেন:

-ফরয নামাযের শেষে তাকবীর দয়োর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। জমহুর আলমেরে মতানুযায়ী, তাশরকিরে সর্বশেষে দনি পরযন্ত তাকবীর দয়ো শরযিতরে বধান।

-কোরবানীর পশু যবহে করার সময় ‘বসিমল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ বলে আল্লাহকে স্মরণ করা। হাদীর পশু ও কোরবানীর পশু যবহে করার সময় তাশরকিরে সর্বশেষে দনি পরযন্ত সম্পরসারতি।

-পানাহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। খাবার ও পানীয় গ্রহণেরে শুরুতে ‘বসিমল্লাহ’ বলা ও শেষে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা শরযিতরে বধান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদসি এসছে- “নশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন সে খাবার খয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং পান করে আলহামদুলিল্লাহ বলে”[সহিহ মুসলিম (২৭৩৪)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

-তাশরকিরে দনিগুলোতে জমরাতের কংকর নিক্ষেপে করার সময় তাকবীর উচ্চারণ করে আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি হাজীদরে জন্য খাস।

-এ ছাড়াও রয়েছে সাধারণভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা। তাশরকিরে দনিগুলোতে বেশি বেশি সাধারণ যকিরি করা মুস্তাহাব।
উমর (রাঃ) মীনাতে তাঁর তবুতে ‘তাকবীর’ দতিনে। লোকেরা তাঁর তাকবীর শুনলে নজিরোও তাকবীর দতি। এভাবে গোটো মীনা তাকবীরে তাকবীরে প্রকম্পতি হয়ে উঠত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এভাবে স্মরণ করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পতি পুরুষদের স্মরণ করে থাক, অথবা তার চেয়েও অধিক। মানুষের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতাই দনি’। আখরোতে তার জন্য কোনও অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি এবং আখরোতেও কল্যাণ দনি এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন’ [সূরা বাকারা, আয়াত: ২০০-২০১]

সলফে সালহীনদের মতে, তাশরকিরে দনিগুলোতে অধিক দোয়া করা মুস্তাহাব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- “নিশ্চয় এ দনিগুলো হচ্ছে- পানাহার করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দনি।”
এ বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈদরে দনিসমূহে পানাহার অব্যাহত থাকলে যকিরি-আযকার ও নকে আমল করার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে। নয়োমতের সর্বোত্তম কৃতজ্ঞতা হচ্ছে- প্রাপ্ত নয়োমতকে নেকীর কাজে লাগানো।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবায় উত্তম খাবার ভক্ষণের ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নরিদশে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নয়োমতকে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে লাগায় সে আল্লাহর নয়োমতকে অস্বীকার করে; নয়োমতের বদলায় কুফরী করে। এ নয়োমত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়ায় উপযুক্ত। কবী বলেন:

“তুমি যে নয়োমতের মধ্যে আছ সে নয়োমতের কদর কর; কারণ পাপকাজ নয়োমতকে উঠিয়ে দেয়

অব্যাহতভাবে ইলাহের শুরিয়া আদায় কর; কারণ ইলাহের শুরিয়া বপিদাপদ দূর করে দেয়।”

৩। এই দনিগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নষিধোজ্ঞা রয়েছে। “তোমরা এ দনিগুলোতে রোযা রেখে না। কারণ এ দনিগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরিরে দনি” [মুসনাদে আহমাদ (১০২৮৬), আলবানী ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (৩৫৭৩) হাদিসটিকে ‘সহহি’ বলেছেন] দেখুন: ইবনে রজব এর ‘লাতায়ফুল মাআরফি’ পৃষ্ঠা- ৫০০

হে আল্লাহ! আমাদেরকে নেককাজ করার তাওফিক দনি, মৃত্যুর সময় আমাদেরকে অবচিল রাখুন। হে মহান দাতা! আপনার রহমত দিয়ে আমাদের প্রতি রহম করুন। সমস্ত প্রশংসা বশিবজাহানরে প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।